মুজিবনগর-দর্শনা সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ঝরে গেল দুই যুবকের তাজা প্রাণ

দর্শনা – মুজিবনগর সড়কে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আনিদুল (১৮) ও রাতুল (১৯) দুই যুবকের সড়কে ঝরে গেল তর তাজা প্রাণ। আহত হয় আরও ৩ জন।

গত রোববার (২০ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা -মুজিবনগর সড়কের চন্ডিপুর গ্রামের বড়মসজিদের কাছে এদূর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে আহতদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের রেফার্ড করেন এবং রাতুল নামে যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি জন্য রেফার করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর পরই ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মারা যায়। নিহত রাতুলের লাশ নিজ বাড়ি দামুড়হুদা উপজেলা চন্ডিপুর মাঝপাড়ায় সকাল ৯ টার দিকে পৌঁছায়। নিহত রাতুলের আজ সোমবার ২১নভেম্বর বাদ জোহর নামাজের পর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে রাতুলের বাবা তরিকুল জানান।

অপর দিকে নিহত আনিদুল হক দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা আবাসন প্রকল্পের ডাব বিক্রেতা আব্দুল আলিমের ছেলে। এদিকে আনিদুলকে আজ সোমবার সকাল ১০ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা আবাসন কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাপন করা হয়।

আহতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের কলেজপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে রাহুল (১৯), একই গ্রামের পূর্বপাড়ার মিজানুর রহমানের ছেলে হৃদয় হোসেন (১৯) ও একই উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের কাশেম শাহ ছেলে রাজু আহমেদ (২১) তবে রাজুর অবস্থা গুরুতর।

প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা যায়, নিহত আনিদুল ও তার দুই বন্ধু মিলে নিজবাড়ী হতে দর্শনা দিকে রওনা হয়। এমন সময় চন্ডিপুর মসজিদের পাশে জায়গায় আসলে তার বিপরীত থেকে আসে একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই মোটরসাইকেল আরোহী রাস্তার সিটকে পড়েন। স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিক চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে

আনিদুলকে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন। আর দুইজন অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে তাদেরকে রাজশাহীত ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি পর রাতুল মারাযায়।

চুয়াডাঙ্গা জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল কাদের বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই আনিদুলের মৃত্যু হয়।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এএইচএম লুৎফুল কবীর বলেন, দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছে। আহদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কেরুর বিষাক্ত বর্জ্যের পানিতে ৪ মাস ধরে বন্দি মুক্তিযোদ্ধা কার্যলয়

কেরুর বিষাক্ত বর্জ্যের পানিতে ৪ মাস ধরে বন্দি হয়ে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা কার্যলয় এতে করে বিঘ্ন হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধোর কার্যক্রম।

এ বিষয়ে কেরুজ কর্মকর্ত কর্মচারীরা উদাসীনতা পালন করেছে বলে মনে করছে সচেতন মহল। জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল ও ডিস্টিলারি।কেরু এন্ড কোম্পানির বর্জ্যের দুর্গন্ধে এলাকাজুড়ে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে চিনিকলের আশপাশ এলাকার হাজার হাজার মানুষ। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা- কর্মচারিদের নানা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতার কারণে এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

জানা গেছে, কেরু এন্ড কোম্পানির জৈবসার তৈরির কাঁচামাল চিনিকল ও ডিস্টিলারির বর্জ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণের অভাব মিলের বর্জ্যপানি নিষ্কাশন লাইনের পাইপ ফেটে নোংরা পানি বের হয়ে বিভিন্ন এলাকায়

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, বাজারমাঠ সংলগ্ন এলাকায় বর্ডার পানি বের হচ্ছে এমন খবর কেও আমাকে জানায়নি, আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম। আমাকে জানালে ব্যবস্থা নিতাম। ওই এলাকার পানিনিষ্কাশনের লাইন পৌরসভার ড্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। আমি যতদুর জানি ড্রেনের কাজ শুরু হয়নি ফলে পানি ওভারফ্লু হয়ে রাস্তায় চলে এসেছে। আর মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়ের সামনে আমরা মাটি ভরাটের কাজ শুরু করবো, বাজেট হয়ে গেছে।এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যাবস্হাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনকে ফোন দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেনি।ফোন রিসিভ না করায় বক্তব্যে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল আজমের ৬৭ তম জন্মবাষিকী পালন

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক কবি,সাহিত্যিক,নাট্যব্যাক্তিত্য হামিদুল ইসলাম আজমের ৬৭ তম জন্মবার্ষিকি পালিত হয়েছে।

দুপুর ২ টার দিকে আলমডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জন্মদিন পালন অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পপরিষদের সাধারন সম্পাদক আ,ফ,ম সিরাজ সামজী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কবি আব্দুল কাদের। তিনি বলেন হামিদুল ইসলাম আজম একজন বহুমুখি প্রতিভার
নাম,সেএকাধারে,নাট্যাভিনেতা,নাট্যকার,কবি,সাহিত্যিক,সাংবাদিক,প্রাবন্ধিক, ফুটবলার,বাচিক শিল্পি, সংগঠক,রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সহ বহুমুখি প্রতিভার অধিকারি।আমি দীর্ঘদিন থেকে তাকে দেখছি,সাংবাদিক হিসেবে।

সাহিত্য পরিষদ গঠন করার বেশ কিছুদিন পর আজম সাহেব আমাদের সাথে

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সদস্যেদের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত নায়েক ও কনস্টেবলদের দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ৮ম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের ১০৫টি ভেন্যুতে সকল পদমর্যাদার সদস্যদের নিয়ে গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় ৮ম ব্যাচের সপ্তাহ ব্যাপি পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃআবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, আরআই পুলিশ লাইন্স চুয়াডাঙ্গা আমিনুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিনিধিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ এই শ্লোগানকে সামনে আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার দুপুর ২টায় উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপানিয়া ক্যাম্প পুলিশের আয়োজনে ফাঁড়ি পুলিশ প্রাঙ্গণে এ বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল মো. আনিসুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে পুলিশের সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য বিট পুলিশিং কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। ঘরে বসেই থানার সহযোগিতা পাবে বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে।

বিট পুলিশিং সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলিগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ এর এ্যাডঃ মোঃ বেলাল হোসেন পিপি, ডিআইও-১ আলমগীর হোসেন, জেলা গোয়েন্দা শাখার ইনচার্জ মোঃ শফিকুর রহমান, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলিগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলিগের সভাপতি হেলা মিয়া, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার, বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু প্রমূখ।

হাঁপানিয়ায় বিট পুলিশিং সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম।

দামুড়হুদায় ৫০ কেজি মরিচ বিক্রি করেও কেনা যাচ্ছে না এক কেজি চাউল

দামুড়হুদা উপজেলায় মরিচের ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত কৃষকরা। ৫০ কেজি মরিচ বিক্রি করেও কেনা যাচ্ছে না এক কেজি চাউল।

ফসলের জমি থেকে মরিচ চাষিরা তাদের মরিচ সংগ্রহ করতে কেজিতে খরচ হচ্ছে ১০-১২ টাকা। ক্ষেত থেকে কেজি প্রতি মরিচ তুলতে চাষিদেরকে শ্রমিকদের দেওয়া লাগছে ৮-১০ টাকা।

এ কাজে পুরুষের পাশাপাশি গ্রামীণ নারী সহ শিশুরাও ক্ষেত থেকে মরিচ তুলছে। চাষির ক্ষেতে মরিচ তুলে অর্থ উপার্জনে অংশ গ্রহণ করে আসছেন।সেমতে গত সপ্তাহে মরিচের পাইকারি বাজার ছিল ১৫-১৬ টাকা।যা বর্তমান বাজার দরের চাইতে ৪-৫ টাকা কেজিতে বেশি। সেসময় ১’শ কেজি মরিচ বিক্রি করে চাষিরা পাচ্ছিলেন ১৫’শ থেকে ১৬’শ টাকা। এর মধ্যে ক্ষেত থেকে মরিচ সংগ্রহ, পরিবহন ভাড়া ও হাটের ভাড়া মিটানোর পর চাষিদের পকেটে ডুকছিলেন কেজি প্রতি ৩-৪ টাকা করে অর্থাৎ ১’শ কেজি মরিচ বিক্রি করে চাষিরা পাচ্ছিলেন ৩০০-৪০০ টাকা। তবে বর্তমানে মরিচের পাইকারি বাজারে আরো ধস নামেন ফলে এখন সে মরিচ বিক্রি হচ্ছে ১০-১১ টাকা ধরে। আর মরিচের ক্ষেত থেকে মরিচ সংগ্রহ করে তা বাজরে নেওয়া পর্যন্ত খরচ হচ্ছে ৯-১১ টাকা।

জেলার পাইকারি ও স্থানীয় বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মরিচ চাষিদের কাছ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা মরিচ সংগ্রহ করছেন ১০-১২ টাকা পর্যন্ত।এ মরিচ সংগ্রহের পর ট্রাক, মিনি ট্রাক, আলমসাধু সহ বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তা রাজধানী ঢাকা সহ৷ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা।

একই সময় চাল ও আটার বাজার ঘুরে দেখা যায়, এক কেজি মোটা চাউল কিনতে ভোক্তা সাধারণের গুনতে হচ্ছে ৫২-৫৫ টাকা আর আটা কিনতে গুনতে হচ্ছে ৬০- ৬২ টাকা। সেমতে একজন কৃষক তার জমি থেকে ১’শ কেজি মরিচ সংগ্রহ ও বিক্রি করার পর সব খরচ মিটিয়ে বাজরের ১ কেজি সর্বনিম্ন চালও কিনা কঠিন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন একাধিক মরিচ চাষিরা।চাষির স্বপ্নের কষ্টের মরিচ ক্ষেত থেকে ১-২’শ কেজি মরিচ বিক্রি করেও ৫২ টাকা মূল্যের ১ কেজি চাল কিনতে কষ্ট হচ্ছে।নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে মরিচের পাইকারি বাজারে ১৫-১৬ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিলেন।

ফলে চাষিরা তাদের ক্ষেতের ৫০ কেজি মরিচ বিক্রি করার পর বাজরের সর্বনিম্ন চাল কিনতে পারছিলেন।নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর পর এ পণ্যের বাজারে আবার নতুন করে ধস নামেন। ফলে মরিচের পাইকারি মূল্য এসে দাঁড়িয়েছেন ১০-১১ টাকা। সেক্ষেত্রে চাষির মরিচের ক্ষেতের মরিচ সংগ্রহ করে১’শ কেজি বিক্রি করার পরও সব খরচ মিটিয়ে ১ কেজি

চাল কিনতে পারাটা হয়েছে কষ্টস্বাধ্য। মরিচের এমন দামে হতাশ প্রকাশ করেছেন দামুড়হুদা উপজেলার মরিচ চাষিরা। সেজন্য বিভিন্ন ফসলের মাঠের মরিচের ক্ষেত থেকে মরিচ তুলতে উন্মুক্ত করে দিতে দেখা গেছে চাষিদেরকে।

বর্তমান সময়ে একজন চাষির মরিচ ক্ষেত থেকে মরিচ সংগ্রহ করে বাজারে নেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখা যাচ্ছে। ফলে এখন মরিচের ক্ষেত থেকে চাষিরা মরিচ সংগ্রহ না করে আশপাশ এলাকার নারী,পুরুষ, শিশুরা দলে দলে চাষির মরিচের ক্ষেত থেকে মরিচ সংগ্রহ করছে।এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যদি ১০ কেজি মরিচ তুলেন সেক্ষেত্রে জমির মালিককে ৫ কেজি দেওয়া লাগছে। মাঠ বাদেও চাষিরা তাদের জমি থেকে সব মরিচ গাছ তুলে নিয়ে গাড়ি যোগে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।এরপর ঐ চাষির বাড়ির আশপাশের প্রতিবেশিদের খবর দিচ্ছে মরিচ নেওয়ার জন্য।

দামুড়হুদা উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী৷ মরিচের ক্ষেতে মরিচ তুলছেন একাধিক নারী – পুরুষ সহ শিশুরা।এসময় তাদের সাথে কথা হলে তাদের সকলেই জানিয়েছেন, বাজারে মরিচের দাম খুবই কম। ফলে জমির মালিকরা মরিচ তুলছেন না। জমি থেকে মরিচ ছুড়াতে যা খরচ হচ্ছে তাতে করে চাষির পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে।সে কারনে তারা মরিচ না তুলে, মরিচ গাছ কেটে ফেলছেন, আবার কোন কোন এলাকাতে জমিতেই রেখে দিচ্ছেন গাছ।

মুরাদ হোসেন নামের এক মরিচ চাষি বলেন, প্রতিবারের মতন এবার তার মরিচ গাছ ছিলেন।শুরুতেই তিনি ৬-৭ কেজি ঝাল ২১০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারলেও গাছে ঝাল না আসার কারণে পরবর্তীতে আর দাম পাননি। চলতি মাসের প্রথম দিকে দর্শনা পাইকারি কাঁচা বাজারে ১৫ টাকা দরে ৫০ কেজি মরিচ বিক্রি কেিরেছলেন তিনি। দাম পেয়েছিলেন ৭৫০ টাকা। এর মধ্যে জমি থেকে ঝাল সংগ্রহ করতে শ্রমিক খরচ লাগছিলো ১০ টা কেজি অনুযায়ী ৫’শ টাকা, বাজার পর্যন্ত ঝাল বিক্রির জন্য নেওয়ার পরিবহন ভাড়া ৫০ টাকা, হাটের খাজনা মিটিয়ে ১’শ থেকে ২’ শ টাকা পকেটে আসছিলেন। কিন্তু এখন বাজারে ৫০ কেজি বাদেই দিলাম ১’শ কেজি মরিচ যদি বাজারে নেন তাহলে সব খরচ মিটিয়েও বাজের সর্বনিম্ন চালও ১ কেজি কেনা বড় দায় হবে।

৪ বছর কারাভোগ শেষে ভারতীয় নাগরিককে ফেরত

বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে চুয়াডাঙ্গা কারাগারে কারাভোগ শেষে দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্তে বিজিবি- বিএসএফ পতাকা বৈঠকে শেষে ভারতে ফিরলেন আব্বাস মন্ডল (৩৫)।

তিনি ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার রাঙ্গীয়ারপোতা গ্রামের মান্দার মন্ডলের ছেলে।

শনিবার ১৯ নভেম্বর বেলা সাড়ে ১১টায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্তের ৭৬ নং মেইন পিলারের কাছে চেকপোস্ট দিয়ে তাকে ভারতে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গত ২০১৮ সালের চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা ঠাকুরপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আব্বাস মন্ডল । এসময় বাংলাদেশ অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করায় (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির সদস্যরা তাকে আটক করে। চুয়াডাঙ্গা কারাগারে সাজা ভোগ শে

ষে দুদেশে হাইকমিশনে কাগজ আদান প্রদানে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে নিজে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে । আব্বাস আলীর পরিবারের পক্ষে তাকে গ্রহন করে তার ভাতিজা আদম মন্ডল।

পতাকা বৈঠক উপস্থিত ছিলেন (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির দর্শনা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার জহির উদ্দিন বাবু, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আবু নাইম,দর্শনা থানা পুলিশের এসআই ফজলুর রহমান,ভারতের পক্ষে, বিএসএফ এর গেদে ক্যাম্প কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) অশোক কুমার, গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ গোলাপ চন্দ্র পাল, কাস্টমস ইনচাজ সৈকত কুমার, নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইনচার্জ বাপিন মূখার্জি প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (a) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

সারির প্রত্রিকায় সংগঠনটির জরিমানার নিউজ প্রকাশিত হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদার “১৫ মেসি ভক্ত” সংগঠনের প্রধান শুভ বলেন, আমরা মেসির ভক্ত। এবারই মেসির শেষ বিশ্বকাপ। আশাকরি মেসির হাত থেকে একটা বিশ্বকাপ চাম্পিয়ানের শিরোপা আসুক। একটি সুন্দর খেলা ভক্তদের উপহার দিবে সেটাই প্রত্যাশা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দিপু, মাফি, আদিব, সাজন, সোহাগ, আসিফ, মতিয়ার, শামিম, তন্ময় সহ শত শত মেসি ভক্ত।